কবর কিয়ামাত আখিরাত

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী

মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি হতে আরবী ভাষা,
তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে সনদপ্রাপ্ত।
আলোচক, প্রভাতের ইসলামি অনুষ্ঠান, এটিএন বাংলা।

পরিমার্জনে

উস্তায নাজমুল ইসলাম

মুহাদ্দিস, জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা
গাবতলী, নরসিংদী

সবুজপত্র

প্রকাশকের কথা

নশ্বর এ পৃথিবীতে মৃত্যু সকল প্রাণের শেষ পরিণতি। কিন্তু জ্বিন-ইনসানের জন্য মৃত্যুই শেষ ঠিকানা নয়। এই দুনিয়াতে কৃত যাবতীয় ভালো-মন্দ কাজের পর্যালোচনা হবে কিয়ামাতের ময়দানে। হিসাব-নিকাশের ফলাফল অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার হিসেবে তার ঠিকানা হবে জান্নাত বা জাহান্নামে।

সেই স্থায়ী ঠিকানায় পৌছানোর আগে মানুষকে পার হতে হবে অনেকগুলো স্তর। সেগুলো হলো কবর, কিয়ামত, হাশর, পুলসিরাত ইত্যাদি। সেই সব ধাপ পার হয়ে কেউ স্বীয় দুনিয়াবী আমলের হাত ধরে পৌছে যাবে চিরশান্তির প্রতিশ্রুত আবাস জান্নাতে। আবার কেউবা মিযানের পাল্লায় নেক আমলের ঘাটতি আর অন্যায়-অপরাধের আধিক্যে নিজেকে দেখবে যন্ত্রণাময় প্রজ্জ্বলিত জাহান্নামে। যার ওয়াদা তাকে দেওয়া হয়েছিলো। "আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল জান্নাহ ওয়া নাউযুবিকা মিনান্নার।"

অত্র গ্রন্থের লেখক পরিচ্ছন্ন ভাষায় মানুষের মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ধাপগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কুরআন আর হাদীসের আলোকে তুলে ধরেছেন নেক্কার ও সৎকর্মশীলদের কবরের অবস্থা কেমন হবে। তাদের কিয়ামত, হাশর আর পুরসিরাত-ই বা কেমন হবে। সাথে সাথে কুরআনের ভাষায় জান্নাতের অকল্পনীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ আর নেয়ামতরাজীর সুখপাঠ্য সাবলীল বিবরণ দিয়েছেন। যা পাঠকদের মনকে আগ্রহী আর তৃষ্ণার্ত করে তুলবে সেই চিরশান্তির ঠিকানায় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার জন্য। আবার একই পাঠক ভয়ে কেঁপে উঠবে, শিউরে উঠবে আতঙ্কে আর বার বার আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে, যখন সে পড়বে অসৎ কর্মশীল আর পাপী বান্দাদের কবরের ভয়াবহ পরিণতি। তাদের হাশর আর পুলসিরাতের যন্ত্রণাদায়ক কঠিন আযাবের বিবরণ।

কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক জাহান্নামীদের আযাবের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, বর্ণনা দিয়েছেন তাদের অন্তহীন, মৃত্যুহীন কষ্ট, শাস্তি আর যাতনার কথা, তা পাঠ করলে নিজের অজান্তেই পাঠকসুধী আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রার্থনা করবে।

বইটির শেষাংশে সুযোগ্য-সব্যসাচী লেখক সহজ ভাষায় জাহান্নাম থেকে মুক্তি আর জান্নাত লাভের উপায় আলোচনা করেছেন।

প্রতিটি মুসলিম মাত্রই মৃত্যু আর তার পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আমরা আশা করি, এই বিস্তৃত বইটি থেকে আগ্রহী পাঠকরা বিভিন্ন জিজ্ঞাসা বা সংশোধনের প্রকৃত উত্তর খুঁজে পাবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের নিয়ত এবং প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন। আমিন!

-সাঈদা বিনতে মাহমুদ

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার আদিয়াবাদ ইউনিয়নের সিরাজনগর (নয়াচর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম মো: চান মিয়া ও মরহুমা সালেহা বেগমের দ্বিতীয় সন্তান তিনি। উপজেলার শত বছরের গৌরবোজ্জ্বল আদিয়াবাদ হাইস্কুল থেকে ১৯৭৫ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে এসএসসি পাশ করেন। ১৯৭৫-৭৬ সেশনে ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন এবং পরে ১৯৭৭ সালে নরসিংদী সরকারি কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করেন। জগন্নাথ কলেজ (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে গ্র্যাজুয়েশন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রথম জীবনে তিনি স্কুল-কলেজের ছাত্র ও গণিতের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৮১ সালে সৌদি বাদশাহ'র গৌরবময় শিক্ষা বৃত্তি নিয়ে মক্কা শরীফের উম্মুলকুরা ইউনিভার্সিটিতে গমন করেন। সেখানে তিনি এরাবিক ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউট ও অনার্স কোর্সে বিভিন্ন দেশের স্কলারদের নিকট দশ বছরকাল আরবী ভাষা, নাহু-ছরফ, তাফসীরুল কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে সৌদি আরবের সাবেক প্রধান বিচারপতি ও পবিত্র কাবা'র সম্মানিত ইমাম শাইখ ড. সালেহ বিন হুমাইদ ও কাবা'র আরেক সম্মানিত ইমাম ড. উমর আস্-সুবাইল (র) অন্যতম।

জনাব নূরুল ইসলাম দেশে ফিরে ১৯৯৬ সাল থেকে এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনায় রত আছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান ও ভ্রমণের উদ্দেশে তিনি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও মিশরসহ অনেক দেশ সফর করেন। ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি টিভি-চ্যানেল 'এটিএন বাংলা'র প্রভাতের দারসে হাদীস অনুষ্ঠানের তিনি নিয়মিত আলোচক। তাঁর সহধর্মিণীর নাম আঁখিনূর বেগম (এমএ ইসলামিক স্টাডিজ)। তিনি তিন ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানের জনক।

ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- (১) কুরআন কারীমের মর্মার্থ ও শব্দার্থ (ত্রিশতম পারা), (২) বিশুদ্ধ তিলাওয়াত পদ্ধতি, (৩) বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ওযূ-গোসল, (৪) যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ [স] (৫) প্রশ্নোত্তরে জুমুআ ও খুৎবা, (৬) প্রশ্নোত্তরে যাকাত ও সদাকাহ, (৭) প্রশ্নোত্তরে রমযান ও ঈদ, (৮) প্রশ্নোত্তরে হজ্জ ও উমরা, (৯) উমরা কিভাবে করবেন?, (১০) প্রশ্নোত্তরে কুরবানী ও আকীকা, (১১) শুধু আল্লাহর কাছে চাই (দু'আ-মুনাজাতের বই), (১২) Dua Book in Arabi Bangla English, (১৩) আকীদা ও ফিক্হ (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী), (১৪) চরিত্র গঠনের উপায়, (১৫) কবর কিয়ামাত আখিরাত, (১৬) প্রশ্নোত্তরে ফিকহুল ইবাদাত।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: কবর কিয়ামাত আখিরাত

প্রথম পরিচ্ছেদঃ মৃত্যু ও কবরের জীবন **১৪**

১. মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের অবস্থা ১৪
২. মুমূর্ষ ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইলালাহ' পড়ানো জরুরি ১৪
৩. ভালো লোকের মৃত্যু যেভাবে আসে ১৪
৪. মন্দ লোকের মৃত্যু যেভাবে হয় ১৭
৫. ভালো মৃত্যুর লক্ষণ ২০
৬. মন্দ মৃত্যুর লক্ষণ ২১
৭. দাফনের পর জীবিতদের করণীয় ২১
৮. কবর যিয়ারতের পদ্ধতি ২১
৯. কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াত ২২
১০. কবরে মানবদেহের অবস্থা ২২
১১. মৃত্যুর পর রূহের সাথে রূহের কথাবার্তা ২২
১২. কবরের জীবন ২৩
১৩. কবরে পাপীদের আযাব ও নেক বান্দাদের অবস্থা ২৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ কিয়ামাতের ছোট আলামত ৩৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ কিয়ামাতের বড় আলামত **৪৯**

ইমাম মাহদী (আ)-এর আগমন ৪৯
কিয়ামতের বড় আলামতগুলো কোন্‌টির পর কোন্‌টি ঘটবে? ৫১
১. দাজ্জালের আবির্ভাব ৫১
২. ঈসা (আ)–এর পুনঃআগমন ৫৫
৩. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব ৫৮
৪. তিনটি ভূমি ধ্বস ৬৪
৫. ধোঁয়া বের হওয়া ৬৫
৬. পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় ৬৬
৭. এক অলৌকিক পশুর আগমন ৬৭
৮. আগুন ছড়িয়ে পড়া ৬৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ কিয়ামাত সংঘটন ৭০

হঠাৎ করেই কিয়ামাত এসে যাবে ৭০

কিয়ামতের সময় যা কিছু ঘটবে	৭১
১. শিঙ্গায় ফুৎকার	৭২
২. আসমানের অবস্থা	৭৩
৩. পাহাড়, যমীন ও সাগর	৭৬
৪. মানুষের অবস্থা	৮২
৫. জন্তু-জানোয়ারের অবস্থা	৯০
পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ আখিরাতের অন্যান্য ধাপ ও শেষ ফায়সালা	**৯১**
১. পুনরুত্থান	৯১
২. নশর	৯৩
৩. হাশর	৯৫
৪. আরশে আযীমে ছায়া	১০৬
৫. আমলনামা পেশ	১০৭
৬. পাল্লা (মীযান) স্থাপন	১১১
৭. হিসাব-নিকাশ	১১৪
৮. রাসূল (স)-এর শাফায়াত	১১৫
৯. নেক বান্দাদের সুপারিশ	১১৮
১০. নেক আমলের সুপারিশ	১২০
১১. হাউজে কাউসার	১২১
১২. পুলসিরাত	১২৪
১৩. কানতারা	১২৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : জান্নাত ও জাহান্নাম

১. জান্নাতের নামসমূহ	১৩০
২. জাহান্নামের নামসমূহ	১৩৬
৩. জান্নাতের বিশালতা	১৩৮
৪. জাহান্নামের বিশালতা	১৪১
৫. জান্নাতে পদমর্যাদার স্তর	১৪২
৬. জান্নাতে যেভাবে নিয়ে যাওয়া হবে	১৪৮
৭. জাহান্নামে যেভাবে নিয়ে যাওয়া হবে	১৫৩
৮. জান্নাতে আরামের জীবনের সার-সংক্ষেপ	১৬২
৯. জাহান্নামের কষ্ট ও যাতনার বিবরণ	১৬৬
১০. জান্নাতীদের পোশাক ও বিছানা	১৮৭
১১. জাহান্নামীদের পোশাক ও বিছানা	১৯১
১২. জান্নাতের খাট-পালঙ্ক	১৯৩

প্রথম অধ্যায়

কবর কিয়ামাত আখিরাত

দুনিয়ার জীবনকালের সমাপ্তি হয় মৃত্যু দিয়ে। কারো পক্ষেই মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জন্ম নেওয়ার বেলায় যেমন নিজের কোনো ইখতিয়ার নেই; তেমনি মৃত্যুতেও। ভালো মৃত্যু যেমনি সীমাহীন পরকালীন জীবনের শুভসূচনা তেমনি পরকালের দুঃখ-দুর্দশা, যাতনা শুরু হয় মন্দ মৃত্যুর মাধ্যমেই। বিশ্বাস ও কর্মের যে সামান্য ইচ্ছা শক্তি আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিলো, মৃত্যুর মাধ্যমে তা-ও শেষ হয়ে যাবে। 'কবর' নামক প্রথম স্টেশন থেকেই শুরু হয়ে যাবে অনন্ত জীবনের যাত্রা। আত্মীয়-বন্ধু সব আলাদা হয়ে যাবে। অর্জিত ধন-সম্পদ সবই রেখে যেতে হবে; পরকালের পাথেয় হিসেবে সাথে যাবে শুধু নিজের ভালো-মন্দ আমলগুলো।

কিয়ামাত অনুষ্ঠানের শুরুতেই মহা বিপর্যয় আসবে পৃথিবীর সব আয়োজনে। কিয়ামাত এসে যাবে হঠাৎ করেই। মহান আল্লাহর নির্দেশের জন্য অপেক্ষমান সম্মানিত ফেরেশতার শিঙ্গায় ফুৎকারের সাথে সাথে আকাশ, পাহাড়, যমীন, সাগর সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাবে। মাটির গর্ভ থেকে উঠে আসবে প্রাণী সকল। অনুষ্ঠিত হবে বিচার-ফায়সালার নানা প্রক্রিয়া। আখিরাতের বিভিন্ন ধাপ পেড়িয়ে মানুষ পৌঁছে যাবে তার চূড়ান্ত আবাস চির-শান্তির জান্নাত অথবা, নিক্ষিপ্ত হবে আযাব-গযব, শাস্তি-লাঞ্ছনার শেষ পরিণতি জাহান্নামে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু ও কবরের জীবন

১. মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তের অবস্থা

মৃত্যুর সময় মওতের ফেরেশতা দেখে বান্দা পুনরায় সময়-সুযোগ দেওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা করবে। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ رَبِّ ٱرۡجِعُونِ ٩٩ لَعَلِّيٓ أَعۡمَلُ صَٰلِحٗا فِيمَا تَرَكۡتُ ١٠٠ ﴾

"অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে (তখন) বলে, 'হে আমার রব! আমাকে (দুনিয়ায়) আবার ফেরত পাঠান, যেনো (এখন থেকে) আমি ভালো কাজ করতে পারি, যা ইতিপূর্বে করিনি।" (সূরা ২৩: মুমিনূন ৯৯-১০০)

কিন্তু এ ব্যর্থ আবেদনে কোনো লাভ হবে না।

২. মৃত্যুযাত্রী মুমূর্ষ ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ানো জরুরি

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

« لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِّنَ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ مَا أَصَابَه' »

"তোমরা তোমাদের মৃত্যুযাত্রী রুগীকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর তালকীন দাও (অর্থাৎ, তাকে কালিমা তাইয়্যেবা পড়তে বলো)। মৃত্যুর সময় যার শেষ কথা হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে ব্যক্তি সময়ের কোনো এক পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম: ৯১৭)

৩. ভালো মানুষের মৃত্যু যেভাবে আসে

মৃত্যুর সময় থেকেই ঈমানদার নেক্কারগণকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴾

"এসব লোক হচ্ছে তারা, ফেরেশতারা যাদেরকে পবিত্র অবস্থায় মৃত্যু ঘটাবে, (ফেরেশতারা তাদেরকে) বলবে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, (দুনিয়ায়) তোমরা যে আমল করতে তারই কারণে আজ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো।" (সূরা ১৬; নাহল ৩২)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾ ﴾

"(অপরদিকে) যারা বলে, আল্লাহ তাআলাই হচ্ছে আমাদের রব, অতঃপর (ঈমানের ওপর) তারা অবিচল থাকে, (মৃত্যুর সময় যখন) তাদের কাছে ফেরেশতারা নাযিল হবে এবং তাদের বলবে, তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না; (উপরন্ত) তোমাদের কাছে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিলো, (আজ) তোমরা তারই সুসংবাদ গ্রহণ করো। আমরা (ফেরেশতারা) দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু (ছিলাম), আর আখিরাতেও (আমরা তোমাদের বন্ধু), সেখানে তোমাদের মন যা কিছুই চাইবে তাই তোমাদের জন্যে মজুদ থাকবে এবং যা কিছুই তোমরা সেখানে তলব করবে তা তোমাদের সামনে থাকবে; পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে (এ হচ্ছে তোমাদের সেদিনের) মেহমানদারী!" (সূরা ৪১; হা-মীম আস সাজদা ৩০-৩২)

মৃত্যুর সময় ঈমানদারগণের যে অবস্থা হয় এবং ফিরিশতাগণ তাদেরকে কিভাবে সাদর সম্ভাবষণ জানায় এখানে আল্লাহ তাআলা তা বর্ণনা করছেন। অনুরূপ বিবরণ কুরআনের অন্যান্য স্থানেও আছে। (দেখুন, সূরা ৪২; ফুসসিলাত ৩০-৩২)

তাফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা আগমন করেন এবং ভালো লোকদের কাছে এসে তাদেরকে সুসংবাদ শুনাতে গিয়ে বলেন, "তোমরা এখন আখিরাতের মনযিলের দিকে যাচ্ছো। তোমরা নির্ভয়ে থাকো। সেখানে তোমাদের কোনো ভয় নেই। তোমাদের পিছনে তোমরা যে দুনিয়া ছেড়ে এসেছো, সে ব্যাপারেও তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার পরিবারবর্গের, সম্পদ ও আসবাবপত্রের এবং দীন ও আমানতের হিফাযতের

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিয়ামাতের ছোট আলামত

আমাদের সামনে এমন একটি দিন অপেক্ষমান যেদিন নিখিল বিশ্ব চুরমার ও ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ভূমণ্ডল ও এর উপর যা কিছু আছে তা এবং সাত তবক আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র, সাগর-নদী, পাহাড়-পর্বত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। মরে যাবে বিচরণশীল সকল প্রাণী। আর এ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটবে ভয়ানকভাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ ﴾

"ভূপৃষ্টে যা কিছু আছে সব কিছুই নশ্বর, আর অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের চেহারা, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।" (সূরা ৫৫; আর রাহমান ২৬-২৭)।

আর কিয়ামতের সময় ধ্বংস হয়ে যাবে নিখিল সৃষ্টি সৌরজগত।

বিশ্ব ক্রমশঃ ঐ দিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এ মহা প্রলয়ংকারী ঘটনাকে বলা হয় কিয়ামত। এ কিয়ামত যতো সন্নিকটে আসবে ততোই একের পর এক এর আলামতগুলো দেখা দিতে থাকবে। কিয়ামতের আলামত দুই প্রকার: ছোট ও বড়। কিয়ামাতের ছোট আলামত অনেকগুলো। তন্মধ্যে কিছু আলামত অতীতে হয়ে গিয়েছে। আর যেসব আলামত বাকি আছে তার অংশবিশেষ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. সম্পদের প্রাচুর্য

যে সম্পদের জন্য মানুষ আজ দিন-রাত হন্যে হয়ে ঘুরছে কিয়ামতের পূর্বে সে সম্পদ এতো বেশি বেড়ে যাবে যে দান-সদাকাহ গ্রহণকারী লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيْضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَّقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُوْلَ الَّذِيْ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِيْ»

"কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না তোমাদের সম্পদ বেড়ে যায়। তা এমনভাবে বেড়ে যাবে যে, সম্পদই সম্পদশালীর মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সে সাদাকাহ গ্রহণকারীর খোঁজে বের হবে। এমনকি যাকেই সে সাদাকাহ্ দিতে চাইবে সে বলবে, এটা আমার কোনো প্রয়োজন নেই।" (বুখারী: ১৪১২, মুসলিম: ১০১২)

আবূ মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেন,

« لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ»

"মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন সে স্বর্ণের সাদাকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে; অথচ তা নেওয়ার জন্য সে কাউকে খুঁজে পাবে না।" (মুসলিম: ১০১২)

২. ফেতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি

কেউ সকালে ঈমানদার থাকলে বিকালে কাফের, বিকালে ঈমানদার থাকলে সকালে হয়ে যাবে কাফির। তাছাড়া নানাবিধ ফিতনা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়বে। আবূ মূসা আশ্'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا، وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا،»

"কিয়ামতের পূর্বক্ষণে ফিতনার পর ফিতনা দেখা দিবে যেমন আঁধার রাতের টুকরোসমূহ। আর তখন কোনো ব্যক্তি সকালে ঈমানদার থাকলে বিকালে (ঈমানহারা হয়ে) কাফের যাবে এবং (এমনইভাবে) বিকালে ঈমানদার থাকলে সকালে হয়ে যাবে কাফের।" (মুসলিম: ১১৮)
আর ফিতনা শুরু হবে পূর্ব দিক হতে। (বুখারী: ৩৫১১)

৩. মিথ্যা নবী দাবিদার লোকের আবির্ভাব

ক্রমান্বয়ে কিয়ামত পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ জন লোক নবী হওয়ার মিথ্যা দাবি নিয়ে আবির্ভূত হবে। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّي يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ، قَرِيْبًا مِّنْ ثَلَاثِيْنَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ»

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মিথ্যুক দাজ্জাল বের হবে। তাদের সংখ্যা প্রায় তিরিশ জন। তাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে যে, সে আল্লাহ'র রাসূল।" (বুখারী: ৩৬০৯, আবু দাউদ- ১১/৩২৪)

৪. সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রাপ্তি

মুসলিম জনবসতির নিরাপত্তা পূর্বে যেমন ছিলো, কিয়ামতের পূর্বেও তা আবার তেমনিভাবে ফিরে আসবে। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّي يَسِيْرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَمَكَّةَ، لَا يَخَافُ إِلَّا ضَلَالَ الطَّرِيْقِ»

"কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না কোনো আরোহী ইরাক ও মক্কার মাঝে নির্ভয়ে ভ্রমণ করবে। তার শুধু ভয় থাকবে সে পথ হারিয়ে যায় কি না।" (বুখারী: ৩৫৯৫, আহমাদ- ২/৩৭০-৩৭১) এভাবে মানুষ নিরাপদে থাকবে।

৫. আমানতের খিয়ানত

নবীজি (স) বলেছেন, আমানতের খিয়ানত ব্যাপকহারে বাড়তে থাকলে মনে করবে কিয়ামত খুব কাছাকাছি। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« إِذَاضُيِعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ» كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «إِذَا أُسْنِدَ الْأَ مْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»

"যখন তুমি দেখবে আমানতের খিয়ানত হচ্ছে, তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। বর্ণনাকারী বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা আবার কিভাবে? তিনি বললেন, যখন কোনো গুরুদায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া হবে (আর এ দায়িত্ব অর্পণই হবে আমানতের খিয়ানত), তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।" (বুখারী: ৬৪৯৬)

৬. ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব ও এ বিষয়ে মূর্খতার ছড়াছড়ি

আলেম-উলামা কমতে থাকবে, ধর্মীয় জ্ঞানার্জনকে মানুষ গুরুত্ব দেবে না। কুরআন-হাদীসের পণ্ডিত ব্যক্তিদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন,

« لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ» وَفِيْ رِوَايَةٍ «وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ»

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের বড় আলামত

কিয়ামত যখন একেবারে কাছাকাছি এসে যাবে তখন এর বড় বড় আলামতগুলো প্রকাশ পেতে থাকবে। যেমন মাহ্দী (আ) ও ঈসা (আ)-এর আগমন, দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব এবং সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়াও আরো ক'টি বড় আলামত রয়েছে।

ইমাম মাহদী (আ)-এর আগমন

ক. আগমনের সময় ও স্থান

উম্মতে মুহাম্মদীর শেষ যামানায় তিনি আবির্ভূত হবেন। (হাকিম- ৪/৫৫৭-৫৫৮)। তিনি আমাদের মতোই কারো ঔরশে জন্মগ্রহণ করবেন।

ইমাম মাহদী পূর্বদিক থেকে আগমন করবেন। আর কাবা শরীফের পাশে মানুষ তখন তার কাছে বায়'আত গ্রহণ করবে। (নিহায়াহ- ১/২৯-৩০)

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ও ঈসা (আ)-এর আগমনের পূর্বেই মাহদী (আ)-এর আগমন হবে। ঈসা (আ)-এর সাথে মাহদী (আ)-এর দেখা ও কিছু সময় অবস্থান হবে। কেউ কেউ মনে করেন, মাহদী (আ)-এর আবির্ভাব তাদের পরে হবে। এ বিষয়ে সরাসরি কোনো হাদীস খুঁজে পাওয়া যায় না। "মানুষে মানুষে দ্বন্দ ও ভূমিকম্প যখন বেড়ে যাবে তখন তিনি দুনিয়ায় প্রেরিত হবেন।" (আহমাদ- ৩/৩)

খ. তাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয়

তিনি হবেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৌহিত্র হাসান (রা)-র বংশধর। অর্থাৎ ফাতেমা (রা)-এর ঔরশজাত একজন সন্তান। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিজের ও পিতার নামের মতোই মেহেদী (আ)-এর নাম হবে মুহাম্মাদ বা আহমাদ এবং পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ। (ইবনে মাজাহ: ১৩৬৭-১৩৬৮, আহমাদ- ২/৫৮, আবু দাউদ- ১১/৩৭০, ৪২৮৪)

গ. দৈহিক বিবরণ

তাঁর মাথার অগ্রভাগে কোনো চুল থাকবে না। তার নাক হবে লম্বা ও মধ্যভাগে ঢালু। (আবূ দাউদ- ১১/৩৭৫)

ঘ. শাসন আমল

তিনি পুরো বিশ্বে ন্যায় ও ইনসাফের রাজত্ব কায়েম করবেন; বিপরীতে যেমনটি তাঁর আগে ছড়িয়ে পড়েছিলো অন্যায় অত্যাচার।

মাহদী (আ)-এর আমলে প্রচুর বৃষ্টিবর্ষণ হবে, যমীন উদ্ভিদে ভরে যাবে, চতুষ্পদ জন্তুর সংখ্যা বেড়ে যাবে, উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, সম্পদেও দেশ ভরে যাবে, সম্পদের সুষম বণ্টন হবে এবং হিসাব ছাড়া বণ্টন করবেন, মানুষের অন্তর থাকবে তখন অমুখাপেক্ষী। মাহদী (আ)-এর ন্যায়পরায়ণ শাসনব্যবস্থা মানুষের শান্তির জন্য যথেষ্ট হবে। মুসলিম জাতি তখন শক্তিশালী থাকবে। তিনি সাত বা আট বৎসরকাল বসবাস করবেন। (আহমাদ- ৩/৩৭, মুসলিম: ২৯১-২৯১৪)

ঙ. বাইয়াত গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা যখন (মাহদীকে) পাবে তখন তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিও; এমনকি বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলেও তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিও। (ইবনে মাজাহ- ২/১৩৬৭)

চ. ঈসা (আ)-এর সাথে সালাত আদায়

মাহদী (আ)-এর সাথে ঈসা (আ)-এর সাক্ষাত হবে। দু'জনে জামা'আতে সালাত আদায় করবেন। কিন্তু ঈসা (আ) ইমামতী করতে রাজী হবেন না। তিনি মাহদী (আ)-এর ইমামতীতে মুক্তাদী হয়ে সালাত আদায় করবেন। (ফতহুলবারী- ৬/৪৯৩-৪৯৪)।

ছ. দাজ্জাল হত্যা

দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য ঈসা (আ) মাহদী (আ)-কে সহযোগিতা করবেন। (ফাতহুল বারী- ৬/৪৯৩-৪৯৪)

জ. ইন্তেকালের পর

মাহদী (আ)-এর ইন্তেকালের পর দুনিয়ায় বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকবে না। (আহমাদ- ৩/৩৭)

উল্লেখ্য যে, মাহদী (আ) সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা প্রায় ৫০-এর মতো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জান্নাত ও জাহান্নাম

মানবজীবনের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আবাস স্থল 'জান্নাত' বা 'জাহান্নাম'। দুনিয়ার জীবনের কর্মফলের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে কার চিরস্থায়ী আবাস কোন্‌টি।

জান্নাত হলো এমনই এক স্থান, যেখানে কেবলই সুখ আর শান্তি; শুধু দুঃখেরই অভাব। মহান আল্লাহ সীমাহীন নেয়ামতরাজীতে ভরপুর করে রেখেছেন জান্নাতকে। যেখানে তাঁরই প্রিয়, সফল, নাজাতপ্রাপ্ত বান্দাদেরকে প্রবেশ করাবেন অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে চিরকালের জন্য। জান্নাতের অনেক নেয়ামতের বিবরণ কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়, তবে শেষ কথা হলো হাদীসে কুদসীতে আবূ হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস, "মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার সৎ বান্দার জন্য এমন কিছু প্রস্তুত রেখেছি যা কেউ চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি এবং অন্তরে কল্পনাও করেনি"।

আর জাহান্নাম! নাম শুনতেই প্রতিটি ঈমানদার বান্দার হৃদয়-মন কেঁপে ওঠে ভীষণ আতঙ্কে। না জানি কোন্ অপরাধের কারণে আমাকেও নিক্ষেপ করা হতে পারে আযাব-গযব, লাঞ্ছনা-বঞ্চনায় ভরা হতভাগ্যদের আবাসস্থল জাহান্নামে। যেখানে শুধুই করুণ বেদনা-আর্তনাদ, সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট, অবিরত শাস্তি আর শাস্তি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন আর জান্নাতে আপনার নেআমতপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল করুন।

১. জান্নাতের নামসমূহ

যেমনটি দুনিয়ার জীবনে রয়েছে মানুষের ঘর-বাড়ি ও জীবন যাত্রার মানের তারতম্য, তেমনি আমল অনুযায়ী জান্নাতেও থাকবে একজনের উপর অন্যজনের প্রাধান্য ও প্রাপ্তির সুযোগ-সুবিধার সুবিশাল পার্থক্য।

দুনিয়ায় কেউবা কুড়ে ঘরে, কেউ প্রাসাদে, আবার হোটেলেও থাকে তারতম্য– থ্রী স্টার, ফোর স্টার, ফাইভ স্টার, সেভেন স্টার ইত্যাদি। অনুরূপ জান্নাতেও থাকবে মানুষের আমল অনুযায়ী তারতম্য। আর সর্বোচ্চ মানের জান্নাতটি হবে জান্নাতুল ফিরদাউস।

জান্নাতের নামসমূহ হলো, (১) জান্নাতুল ফিরদাউস, (২) জান্নাতুল খুলদ, (৩) জান্নাতুন নাঈম, (৪) জান্নাতু আদ্‌ন, (৫) দারুস সালাম, (৬). দারুল মুকাম ও (৭) দারুল কারার।

এগুলো ছাড়াও কুরআন কারীমে জান্নাতের আরো কিছু নাম পাওয়া যায়, যেমন–

(ক) জান্নাতুল মা'আওয়া (সূরা ৭৯; নাযিআত ৪০-৪১),
(খ) হুসনা (সূরা ৪; নিসা ৯৫),
(গ) তূ-উবা (সূরা ১৩; রা'দ ২৯),
(ঘ) দারুল হাইওয়ান (সূরা ২৯; আন কাবূত ৬৪),
(ঙ) মাকামুন আমীন (সূরা ৪৪; আদ-দুখান ৫১),
(চ) কাদামু সিদ্‌ক্‌ (সূরা ১০; ইউনুস ২)।

হাদীসে আছে, জান্নাতের ৮টি দরজা রয়েছে। কিন্তু জান্নাতের মোট সংখ্যা কতো তা কুরআন ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই। তবে সূরা আর রাহমানের ৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আর যে তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে তার জন্য থাকবে দু'টি জান্নাত"।

২. জাহান্নামের নামসমূহ

অফুরন্ত নিয়ামতে ভরা জান্নাত যারা লাভ করতে পারবে না তাদের ঠিকানা হবে লেলিহান শিখাওয়ালা আগুনের কুণ্ডলী যাকে 'দোযখ' অথবা 'জাহান্নাম' নামে জানি। এতে যে ঢুকবে তার অশান্তি আর আযাব হবে সীমাহীন ও বর্ণনার বাইরে। পাপের মাত্রা অনুযায়ী আযাবের মাত্রায়ও তারতম্য হবে। এসব দোযখের সাতটি নাম রয়েছে।

আযাবের ভয়াবহতা অনুযায়ী এগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো, ১. জাহান্নাম, ২. লাযা, ৩. হুতামা, ৪. সাঈর, ৫. সাকার, ৬. জাহীম ও ৭. হা-ওয়ীয়াহ (হাবিয়া)।

ভয়াবহতার দিক থেকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো সর্বশেষটি অর্থাৎ **হা-ওয়ীয়াহ**।

(১) জাহান্নাম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾

"যখন তাকে বলা হয় (ফিতনা-ফাসাদ না করে) তুমি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, তখন (মিথ্যা) অহংকার তাকে গুনাহর প্রতি (আরো বেশি) উৎসাহিত

করে, (মূলতঃ) এ (চরিত্রের) লোকের জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট; অবশ্যই (জাহান্নাম) হচ্ছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা!" (সূরা ২; বাকারা ২০৬)

কুরআন মাজীদে মোট একাশিটি স্থানে জাহান্নাম শব্দটি এসেছে।

(২) লাযা

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴾

"না (কিছুতেই সেদিন বাঁচা যাবে না); জাহান্নাম হচ্ছে (একটি প্রজ্জ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা) **লাযা**।" (সূরা ৭০; মাআরিজ ১৫)

কুরআনে এটি মাত্র একবার উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) হুতামাহ্

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كَلَّا لَيُنۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝٦
الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْـِٔدَةِ ۝٧ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۝٨ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩ ﴾

"না! কখনো নয়, অল্পদিনের মধ্যেই সে নির্ঘাত (চূর্ণ-বিচূর্ণকারী আগুন) হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে, তুমি কি জানো, (এই) চূর্ণ বিচূর্ণকারী আগুন কেমন? (এ হচ্ছে সম্পদ লোভীদের জন্যে) আল্লাহ তাআলার প্রজ্জ্বলিত এক আগুন, যা (এর দহন যন্ত্রণাসহ) মানুষের হৃদয়ের গভীরে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে; (অগ্নিকুণ্ডলীর গর্ত বন্ধ করে) তাদের ওপর ঢাকনা দিয়ে রাখা হবে, (তা গেড়ে) রাখা হবে উঁচু উঁচু থামের মধ্যে।" (সূরা ১০৪; হুমাযা ৪-৯)

এ নামটি উপরিউক্ত দু'টি আয়াত ব্যতীত কুরআনের অন্যত্র পাওয়া যায় না।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (র) বলেন, প্রজ্জ্বলিত আগুন বুকের ভিতরকার সবকিছু ছেয়ে ফেলে এবং কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তারপর ফিরে আসে, আবার সেখানে পৌঁছে। (কুরতুবী ২০/১৮৫)

(৪) সাঈর

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾